যুগান্তর

তারিখ ... 23 FEB 2006
পৃষ্ঠা —

ময়মনসিংহবাসীর প্রাণের দাবি বাস্তবায়িত হচ্ছে

ত্রিশালে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১ মার্চ

ময়মনসিংহ ব্যুরো

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আগামী ১ মার্চ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ২ কোটি মানুষের প্রাণের দাবি আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল নামাপাড়ায় ২০ একর জমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে 'কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ১ মার্চ সকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ত্রিশালের নামাপাড়া বটতলা এলাকায় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হবে এবং ২০০৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অনুষদের আওতায় মোট নয়টি বিষয়ে পাঠদান করা হবে। অনুষদ তিনটি হচ্ছে, ফ্যাকাল্টি অব লিবারেল আর্টস (কলা ও সাহিত্য অনুষদ), ফ্যাকাল্টি অব পারফরমিং আর্টস (ললিতকলা অনুষদ) ও ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ (ব্যবসা অনুষদ)। কলা ও সাহিত্য অনুষদে থাকবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, তুলনামূলক সাহিত্য ও বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি, ললিতকলা অনুষদে থাকবে নাট্যকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র এবং ব্যবসা বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে থাকবে কম্পিউটার বিজ্ঞান। এছাড়া বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং নজরুল জীবন-দর্শন, কলা ও সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ভবনের নকশা প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্নের পথে।